দৈনিক ইনকিলাব

APR. 22 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

কোর্স : জাপানী ভাষার ৫০ ঘণ্টার কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র করা হয়েছে। ভর্তির জন্য আসন সংখ্যা সীমিত। সর্বনিম্ন যোগ্যতা সি পাস। ১৫ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ফরম বিতরণ ও জমা নেয়া হবে। তথ্য জানার জন্য আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ১০৫ নং কক্ষে যোগাযোগ লা হয়েছে।

র্স : জাপানী ভাষার মত চীনা ভাষায়ও ৫০ ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত কোর্সের জন্য পত্র আহবান করা হয়েছে। আসন সংখ্যা সীমিত। ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত এইচএসসি/সমমান পাস। ভর্তির ফরম বিতরণ হচ্ছে ২০০২ সালের ২০ ৭ এপ্রিল সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ভাষা ইনস্টিটিউটের ১০২ নং কক্ষে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

❑ ফেরদৌস

য়ামাতো স্টাইল

লয় নয় যেন কোন সুরের মূর্ছনা। শুধু ঢোল বাজিয়েই যে দর্শকদের তৃপ্ত করা যায়, এ অনুভূতি এই প্রথম। হরেকরকমের ঢোল এবং নানা সাইজের। উপস্থিত অনেকে বলেছেনও যে, আমরা জানি ঢোল আমাদের কিন্তু কত রকমভাবে বাজানো যায়- এটি জানে জাপানীরা। পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই তাদের মুখ জুড়ে ছিল হাসি, কোন ক্লান্তির ছাপ ছিল না। শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক মোস্তফা জামান আব্বাসী তার সমাপনী ভাষণে তাই বলেছেন, 'দে নো হাউ টু বিট দা ড্রাম এন্ড উই অনলো সি দেয়ার মাসলস।' সত্যি বলতে কি এসব জাপানী তরুণ-তরুণী প্রত্যেকেই যেন প্রাণোচ্ছল তারুণ্যদীপ্ত এবং পেশীবহুল শরীরের অধিকারী। অনুষ্ঠান শেষে এ দলের কয়েকজনের সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়। তাদের একজন মিদোরী তামাই, তার কাছে দর্শকদের ইমপ্রেশন খুব চমৎকার। দলনেতা মাসা বলল, আমাদের কাছে বাংলাদেশের শো ছিল ভীষণ আনন্দদায়ক,

ইয়ামাতো ... ছবি : মুস্তাহিদুল ইসলাম

দর্শকরা বেশ এক্সাইটিং। বাংলাদেশের চিকেন কারীর স্বাদ খুব ভাল লেগেছে তেতসুরো ওকোবু'র কাছে। সে বলল, জাপানীরা খুব প্রফেশনাল ঢোল বাজায়, বাংলাদেশী ড্রামারদের মাঝে এর অভাব আছে।

তবে মেয়ে সদস্য মিকা মিয়াজাকীর কাছে বাঙালি মেয়েরা যে কিভাবে এত লম্বা শাড়ি গায়ে জড়ায় এটাই বেশ আশ্চর্যের। ইয়ামাতো দলের এবারের সফরের নাম স্পিরিট ট্যুর ইন সাউথ এশিয়া-২০০২। এবারের ট্যুরে তারা কলম্বোর পরে এসেছে ঢাকায়। ঢাকা থেকে ভারতের কলিকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লী হয়ে

সাহিত্য এবং

র পাঠক্রম

ন

শ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অজানা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক শতাব্দীর চল্লিশ দশক পর্যন্ত মুসলিম পত্র-পত্রিকা ছিল না কমের মুসলিম বিদ্বেষ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি। হিন্দু পুস্তক এবং হিন্দু-শিক্ষকের চাপে লমান ছাত্রদের দুরবস্থা সম্বন্ধে ম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছিলেন- মুসলমান বালক-বালিকাদিগের কী পরিতাপের বিষয়, আমাদের প্রথমেই রাম, শ্যাম, গোপালের হয়। সে পড়ে গোপাল বড় । কাসেম বা আব্দুল্লাহ কেমন

নিকাশের জন্য স্বতন্ত্র দেশ, জাতীয় আবাসভূমি বানানোর পরও যদি তাকে চৈতন্য ভাগবত আর বঙ্কিমচন্দ্র পড়তে হয় তার অর্থ তার হীনমন্যতার এই চিন্তাধারা আরও re-inforce করা যে, প্রকৃতই মুসলমানদের মধ্যে বড়লোক কেউ নেই, নইলে স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পরও কেন, তাকে আগের শিকার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে।

বেচারী জনাব আবুল ফজল সাহেব কী কুক্ষণেই না তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নজরুলকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরিণামে তাঁর পরীক্ষকের কাজটিই গেল।

: বোঝা যায় না, তেমনি ভেতর থেকে
প্রজন্ম অভিন্ন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চেতনা নিয়ে
ই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়েই এই তথাকথিত
লোকচক্ষুর অন্তরালে।

তাহা পড়িতে পায় না। এখান র সর্বনাশের বীজ বপিত হয়। তার পাঠ্যপুস্তকে রাম-লক্ষণের নের কথা, সীতাসাবিত্রীর কথা, র কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ড়তে থাকে। স্বভাবত তাহার য়া থাকে আমরা মুসলমানরা আমাদের মধ্যে বড়লোক নাই। বই দ্বারা তাহাকে জাতীয়ত্ববিহীন

ম্মদ শহীদুল্লাহ : আমাদের ক দারিদ্র্যতা, আল ইসলাম, ৩২৩)।

ড় হয়ে নিজ স্বতন্ত্র জাতীয়ত

অবশেষে সাঁকোটা বাইরে থেকেই গড়ানো হলো। Dawn পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় বের হবার পরই কেবল নজরুল ইসলামকে খাটো করে দেখিয়ে বিকল্প বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে (ইদানীং আবার ইসলাম বাদ দিয়ে তাঁর নাম লেখা হয়) বিশ্ববিদ্যালয়ে একটুখানি জায়গা দেওয়া হয় যেন তিনি এক অনধিকারী প্রবেশকারী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমনকি, পাকিস্তানী আমলে এরকম ঘটার কারণ কি? এর উত্তর আমরা শ্রদ্ধেয় জনাব আবুল মনসুর আহমদের অধ্যায় খুঁজবো।

চলবে